ক. অ্যারিস্টটলের অনুকরণ তত্ত্ব (Mimesis or Imitation)

শিল্পের অনুকরণতত্ত্ব (Mimesis) নিয়ে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন ভাববাদী গ্রীক দার্শনিক এবং অ্যারিস্টটলের গুরু **প্লেটো**। প্লেটোর পরেই এ বিষয়ে তাঁর অসম্পূর্ণ ধারণাকে পূর্ণতাদানের চেষ্টা করেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, যুক্তিবাদী দার্শনিক অ্যারিস্টটল। অ্যারিস্টটলের বক্তব্যকে ভালোভাবে বুঝেতে গেলে শিল্পের অনুকরণধর্ম সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা কিরূপ, তা একটুখানি জানা প্রয়োজন। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'Republic'-এর দশম অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলেছেন, তা থেকে তাঁর ধারণা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। তাঁর মতে শিল্পী বা কবি অনুকরণ করেন। এই অনুকরণ শিল্পের সাধারণ ধর্ম। কিন্তু কবি বা শিল্পী যথার্থ সত্যের অনুকরণ করতে পারেন না বলে তিনি শিল্পকলার ওপর মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁর পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে যে-আদর্শ নাগরিকের কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন, সেখানে কবিদের তিনি ঠাঁই দিতে চাননি। তিনি শিল্প ও নীতিকে পরস্পর সাপেক্ষ বলে মনে করতেন। তিনি বলতে চান চোখ ও কান দিয়ে আমরা যে জগৎকে দেখি, বা শুনি তা যথার্থ দেখা বা শোনা নয়। জগতের সত্য বস্তুটিকে আমরা দেখি না বা সত্য স্বর, সঙ্গীত বা ধ্বনিকে শুনি না। এগুলি আমাদের মনের কাছে যেমনভাবে উপস্থিত হয়—এগুলি আমাদের যেমন মনে হয়—তাই দেখি বা শুনি।

এ কথা তো সত্য জগতের কত বস্তু, ঘটনা বা চরিত্র আমাদের মনের কক্ষে ভিড় করে আসে আবার তারা সব মিলিয়ে যায়। কখনো সে সমস্তকে ছোট বা বড় মনে হয়, কখনো তারা আনন্দদায়ক বা বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে, কখনো বা তারা উত্তেজক বা অনুত্তেজক হয়ে দাঁড়ায়। মোটকথা এই সব ঘটনা বা চরিত্র নিয়ত পরিবর্তনশীল বা মায়াময়। **অথচ যথার্থ সত্য এক ও অপরিবর্তনীয়। জগতের অনেক বস্তুকেই তো আমরা লাল বা নীল বলি বা কোনো বস্তুকে সুন্দরও বলি। কিন্তু এই সব পদার্থের পিছনে যে একটি ভাবসত্য আছে তাই প্লেটোর মতে আসল সত্য।** তাঁর মতে অনিত্য বাহ্য বস্তুসকল ইন্দ্রিয়াতীত তার শাশ্বত 'আদিরূপের প্রতিচ্ছায়া। এই আদিরূপই পরম সত্য। যেমন, সকল মানুষের পিছনে আছে 'মনুষ্যত্ব' নামক একটি সার্বভৌম ভাবসত্য। প্লেটোর অভিযোগ কবিরা অনুকরণ করেন, কিন্তু ঐ সার্বভৌম

Scanned with CamScanner

সত্যটিকে কখনোই ধরতে পারেন না। তাঁরা অনুকরণ করেন ঐ ভাবসত্যের অনুকরণে সৃষ্ট বস্তু, ঘটনা বা চরিত্রকে। তাই তাঁদের অনুকরণ যথার্থ সত্য থেকে দুই ধাপ দূরবর্তী। Republic গ্রন্থে তাই প্লেটো কবিদের সম্পর্কে অত্যন্ত নির্মম মন্তব্য করে বলেছিলেন যে তাঁদের "imitation is a beggar wedded to a beggar and producing beggarly children."

প্লেটো 'অনুকরণ' শব্দটিকে প্রতিচ্ছায়া (copy) ও অবিকল অনুকৃতি (mimicry) অর্থে প্রয়োগ করেছেন শয্যাধারের দৃষ্টান্ত নিয়ে এসে। তিনি কবি, সূত্রধর ও চিত্রকরের তুলনা করেছেন। ঈশ্বর শয্যাধারের আদিরূপের স্রষ্টা। এটাই নিত্য ও যথার্থ সত্য।

সূত্রধর একটি বিশেষ শয্যাধারের নির্মাতা। এই শয্যাধার প্লেটোর মতে সত্য (real) নয়, ঈশ্বর সৃষ্ট আদিরূপের প্রতিবিম্ব। তাই এদিক থেকে অসত্য। অনুকরণের প্রথম ধাপ। তিনি সূত্রধরকে অবশ্য নির্মাতার মর্যাদা দিয়েছেন; কিন্তু চিত্রশিল্পী কিছুই সৃষ্টি করে না বলে তাকে নির্মাতার সম্মানও দেননি। কবি বা নাট্যকারকে তিনি চিত্রশিল্পীর মতো অনুকারী বলেছেন এবং যথার্থ বা পরম সত্যের স্তর থেকে দূরবর্তী স্তরে তাঁর স্থান বলেছেন। প্লেটো চিত্রিত শয্যাধারকে সূত্রধর নির্মিত শয্যাধারের অবিকল নকল বলেছেন। অন্য উপাদানে, রঙের মাধ্যমে শয্যাধারের অবয়ব সংস্থাপন করে চিত্রকরের চিত্ররূপ সৃষ্টিকে তিনি মূল্য দেননি। আর এটি অনুকরণের দ্বিতীয় ধাপ।

এবার অ্যারিস্টটল প্লেটোর মতোই তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল শিল্প বা সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ হিসেবে অনুকরণকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তাঁর এই মূল্যবান উক্তিটি 'আবহবিদ্যা' গ্রন্থে এবং 'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থে আছে ; পরে 'পোয়েটিকস্' পুস্তিকাতেও আমরা পাই। তিনি Poetics গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছদেই বলেছেন, মহাকাব্য, ট্রাজেডি, কমেডি, ডিথিরাম্বিক কবিতা, বাঁশীর ও বীণার সঙ্গীত—সমস্ত কিছুই সামগ্রিকভাবে দেখলে অনুকরণেরই বিভিন্ন উপায়। এই সকলের মধ্যে একটির সঙ্গে আর একটির যে পার্থক্য দেখা যায় তা তিনটি বিষয়ে। **প্রথমত, অনুকরণের মাধ্যম** (means), **দ্বিতীয়ত, অনুকরণের বিষয়বস্তু** (objects) এবং **তৃতীয়ত, অনুকরণের রীতি** (manner)—এই তিন দিক থেকেই ঐগুলির মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য দেখা যায়।

রঙ ও রেখার মাধ্যমে (colour and form) বা স্বরের মাধ্যমে বা উপাদানে নানা রকম বিষয়ের অনুকরণ হয়। চিত্রকলার মাধ্যম হল রঙ ও রেখা : সঙ্গীতকলার মাধ্যম স্বর। চরিত্র বা জীবনের ঘটনা বা ভাবাবেগ (emotion) অনুকৃত হয় নৃত্যে এবং তার মাধ্যম হল দৈহিক ছন্দ বা দেহের গতিভঙ্গী। বাঁশী ও বীণার বাদ্য বা অন্য যে কোনো বাদ্যের অনুকরণ মাধ্যম হল ছন্দ ও লয় (rhythm and harmony) আর সাহিত্য শিল্পও জীবনের অনুকরণ করে এবং তার মাধ্যম হল ভাষা। অবশ্য ডিথিরাম্বিক কবিতা, নোমিক কবিতা এবং ট্রাজেডি ও কমেডি ভাষাশ্রয়ী হয়েও ছন্দ, সুর ও পদ্য (verse)—এই তিনটি মাধ্যমকেও অবলম্বন করে। প্রথম দুটিতে ঐ তিনটি

Scanned with CamScanner

সংযুক্তভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং বাকী দুটিতে মাধ্যমগুলির একটির পর আর একটির ব্যবহার হয়। চারুশিল্পে বা ললিতকলায় শিল্পী বস্তুর অবয়বকে মূল থেকে বিশ্লিষ্ট করে তাঁর শিল্পের উপাদানে বা মাধ্যমে নিয়ে আসেন। বস্তু বা প্রাণীর নিজস্ব অবয়ব ও নূতন উপাদানের এই সংশ্লেষের (Synthesis) ফলে একটি নূতন রূপের সৃষ্টি হয়। অ্যারিস্টটলের নূতন তত্ত্ব হল (যা প্লেটোর নয়) প্রত্যেক বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে সংযুক্ত আছে তার নিজস্ব প্রকৃত রূপ—জড় উপাদান ও অবয়বের সংশ্লেষে গঠিত প্রত্যেক বস্তুর বা প্রাণীর নিজস্ব সত্তা। চারুকলাশিল্পীর মুল উদ্দেশ্য ভিন্ন মাধ্যম ও উপাদানে এই সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি ও তার প্রকাশ। চারুশিল্পে বস্তু ও প্রাণীর অবয়বের যে প্রকাশ দেখা যায়, তা তাদের ইন্দ্রিগ্রাহ্য রূপমাত্র—প্রকৃত রূপ নয়। মাধ্যম বা উপাদানের এই পার্থক্যের ফলে কবি বা চারুশিল্পীর অনুকরণ অবিকল অনুকরণ হতে পারে না।

এই আলোচনায় দেখা যাচ্ছে অ্যারিস্টটল সব রকম শিল্পকলার মাধ্যমের কথা বলেছেন কিন্তু ভাস্কর্যের কথা কিছুই বলেননি। তবে **সাহিত্যশিল্প যে ভাষা-লক্ষণের দ্বারা অন্যান্য শিল্প থেকে পৃথক—এ কথাটি তাঁর খুবই মূল্যবান। Poetics গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছদে অ্যারিস্টটল আর একটি বিষয়ে আমাদের অবহিত করেছেন। ভাষার মাধ্যমে যা কিছু অনুকৃত হয় সবই কিন্তু যে সাহিত্যপদবাচ্য, তা তিনি বলতে চাননি।** দর্শনবিজ্ঞানের গ্রন্থ বা ইতিহাসের গ্রন্থেরও তো মাধ্যম ভাষা। কিন্তু এগুলি ঠিক রস-সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি হোমারের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক এম্পিডোকলসের এবং ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের পার্থক্য দেখিয়েছেন। ভৈষজ্য-বিজ্ঞান বা প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ছন্দে লিখিত হলেও এর লেখককে তিনি 'কবি' বলতে চাননি। তাঁর মতে এম্পিডোকলস প্রকৃতি-বিজ্ঞানী এবং হোমার কবি। প্রশ্ন উঠতে পারে যে এঁদের দুজনের তাহলে আসল পার্থক্য কোথায়? অ্যারিস্টটল বলেছেন এ পার্থক্য 'অনুকরণেই'। কিন্তু বিষয়টি তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেননি। তিনি শুধুমাত্র ইঙ্গিত করেছেন। এ থেকে অনুমান করা চলে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা করেন একথাই বলতে চেয়েছেন তিনি, আর কবি কোনো বিশেষ চরিত্র অবলম্বন করে সে-জীবনের ঘটনার অনুকরণ তথা ঘটনার রূপকে দেখান। বৈজ্ঞানিক কোনো তত্ত্ব বা চিন্তাকে এমনভাবে তুলে ধরেন যাতে তার নৈর্ব্যক্তিক দিকটি ফুটে ওঠে, কিন্তু কবি কোনো বিশেষ ভাব বা রূপকে অনুকরণের দ্বারা ব্যক্ত করেন। অবশ্য বিশেষ ভাবকে অনুকরণ করলেই যে সাহিত্য হবে—এ কথাও অ্যারিস্টটল বলেন না। কারণ ইতিহাসেও তো ব্যক্তির জীবন-ঘটনাই বিবৃত হয়। এ সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের বিখ্যাত উক্তিটির কথা অবশ্যই স্মরণীয়। তিনি ঐতিহাসিক ও কবির পার্থক্যের কথা বলেছেন, "The true difference is that one relates what has happened and the other (poet) what may happen according to the laws of probability and necessity." অর্থাৎ সংঘটিত ঘটনা

নিয়ে ঐতিহাসিকের কারবার। আর কবি সম্ভাব্য ঘটনাকে অনুকরণ করেন। আর ঐতিহাসিকেরা যেখানে বিশেষকে নিয়ে বিব্রত, কবি সেখানে সর্বজনীন রূপের অনুকরণ করেন। তাই কাব্য ইতিহাসের চেয়ে উচ্চতর শিল্প।

অনুকরণের 'বিষয়' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, সংসারের ভাল বা মন্দ মানুষের জীবনের ঘটনাই সাহিত্য-শিল্পে অনুকৃত হয়। নৈতিক পাথক্যের জন্যে সংসারের মানুষ উচ্চ বা নিম্নশ্রেণির অন্তর্গত হরেই। তাই তিনি মনে করেন সাহিত্যে জীবনাশ্রয়ী ঘটনাময় মানুষকে তিনভাবে অনুকরণ করা হয়। ক. সংসারে মানুষকে যে-ভাবে দেখা যায় তার থেকে উৎকৃষ্টরূপে, কিংবা খ. তার চেয়ে হীনরূপে বা গ. যথাযথরূপে অনুকরণ করা যেতে পারে। তিনি চিত্রশিল্পে এবং নৃত্যে এই তিনভাবে অনুকরণের মধ্য দিয়ে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টির কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন হোমার মানুষকে উন্নতরূপে, ক্লিওফোন মানুষকে যথাযথরূপে এবং ব্যঙ্গ শিল্পী হেমেগন প্রভৃতি মানুষকে হীনভাবে চিত্রিত করেছেন বা অনুকরণ করেছেন। 'বিষয়বস্তুর' দিক থেকে এক শিল্পের সঙ্গে অন্য শিল্পের পার্থক্য যেমন, তেমনই অনুকরণ যে সব সময় অবিকল প্রতিরূপ রচনা নয়—তাঁর বক্তব্যে একথা স্পষ্ট।

Poetics গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে অ্যারিস্টটল প্রত্যেক প্রকার বিষয়বস্তুকে কী রীতিতে সাহিত্যে অনুকরণ করা হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই রীতির পার্থক্য একই শিল্পের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে পার্থক্যকে ধরিয়ে দেয় যখন দুই প্রজাতির মাধ্যম ও বিষয়বস্তু একই হয়। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য : "Given both the same means and same kind of object for imitation one may either (1) speak at one moment in narrative and in another in an assumed character as Homer does or (2) one may remain the same throughout without any such change or (3) the imitatiors may represent the whole story dramatically, as though they were actually doing the same described." (Bywater)

অর্থাৎ অনুকরণের মাধ্যম এবং বিষয়বস্তু এক হলেও সাহিত্যশিল্পী (হোমারের মতো) ১. কখনো নিজে বর্ণনা ক'রে বা কখনো চরিত্রের মুখে বর্ণনা দিতে পারেন, ২. কখনো বা কোনো পরিবর্তন না ক'রে একইভাবে বিষয়টিকে বর্ণনা ক'রে বা অন্যের মুখে বরাবর বর্ণনা দিতে পারেন, অথবা ৩. অনুকারী শিল্পী সমস্ত কাহিনীটিকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করতে পারেন যাতে সমস্ত পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়াশীল জীবন্তরূপ ফুটে ওঠে। এই শেষোক্ত রীতিটি শুধুমাত্র নাটকেই অবলম্বিত হয়।

এছাড়া অ্যারিস্টটলের ট্রজেডি ও কমেডির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে ট্রাজেডি "seeks to imitate the better" এবং কমেডি "wrose men than are"—অর্থাৎ ট্রাজেডি অপেক্ষাকৃত ভালকে এবং কমেডি অপেক্ষাকৃত মন্দকে অনুকরণ করে। এখানে অনুকরণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা সহজেই বোঝা যায়।

অ্যারিস্টটল সমস্ত শিল্পকে 'অনুকরণ' বলেছেন এবং এই তত্ত্ব-ভিত্তির উপর তাঁর

Scanned with CamScanner

সমস্ত সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে আছে। তিনি স্পষ্টভাবে এই 'অনুকরণ' শব্দটির কোনো সংজ্ঞা দেননি বা একে ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু তিনি যে নানা অর্থে শব্দটির প্রয়োগ করেছেন তা আমরা বুঝতে পারি। 'অনুকরণ' শব্দটির দুটি অর্থ আছে। একটি অর্থে অনুকরণ হল একটি বস্তু, বিষয় বা ভাবের অবিকল প্রতিচ্ছবি—ফটোগ্রাফির ছবির মতো। বিষয়টি কোনো চরিত্র হলে ঐ চরিত্রের কথার টেপরেকর্ডিং। আবার এই 'অনুকরণ' শব্দটির আর একটি অর্থ আছে তা হল ঐ বস্তু, বিষয় ও ভাব চরিত্রের এমন নকল যা ঠিক আসলের প্রতিরূপ নয়, তার নিকটবর্তী। অর্থাৎ আসলের মধ্যে যে সত্য আছে তার থেকে কিছু কম মাত্রায় সত্যকে তুলে ধরা। প্লেটো ঠিক এই অর্থেই 'মাইমেসিস' কথাটির প্রয়োগ করে থাকবেন। কিন্তু এ দুটিই অনুকরণ শব্দের সংকীর্ণ অর্থ। **আর অনুকরণের ব্যাপক বা প্রসারিত অর্থ একটি আছে—যার পরিচয় আমরা অ্যারিস্টটলে পাই। তিনি অনুকরণের বিষয়ের কথা বলতে গিয়ে যখন বলেন যে তিনভাবে কোনো চরিত্রকে কবি অনুকরণ করতে পারেন—তখন তাঁর এ সম্পর্কে ধারণাটি বুঝতে পারি।** বাস্তবের চরিত্রকে উন্নত বা হেয় করতে গেলেই তা আসল চরিত্রের 'অবিকল অনুকরণ' আর হয় না। মহাকাব্যে ও ট্রাজেডিতে প্রথমটি লক্ষণীয় আর দ্বিতীয়টি ব্যঙ্গকাব্য ও কমেডিতে দেখা যায়। আর একটির কথাও তিনি বলেছেন, তা হল বাস্তবে যা আছে তাকে তেমনভাবেই অনুকরণ—কিন্তু এ নিয়ে কোনো শিল্প রচিত হয় কি না তা যখন তিনি বলেননি, তখন উপর্যুক্ত দু'রকম অনুকরণের কথাই তাঁর উদ্দিষ্ট। প্রথমটিতে অনুকরণের প্রসারিত অর্থ এবং দ্বিতীয়টিতে প্লেটো কথিত দ্বিতীয় সংকীর্ণ অর্থ পাই। কিন্তু এই সংকীর্ণ অর্থটি আসল সত্যের হুবহু প্রতিচ্ছবি না হলেও তা যে সাহিত্যের বিষয় হতে পারে তা তিনি বলেছেন। ট্রাজেডি ও কমেডি যথাক্রমে 'better' ও 'worse' মানুষদের যে চিত্র অনুকরণ করে—এ কথা বলতে গিয়েও অ্যারিস্টটল অনুকরণ-সম্পর্কিত একই সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। কিংবা ঐতিহাসিক ও কবির পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি যখন বলেন, 'The business of the poet is to tell, not what has happened, but what could happen, and what is possible, either from its probability or from its necessary connection with what has gone before.' বা 'Poetry has a wider truth and a higher aim than history'—(বাইওয়াটার) তখন অনুকরণ শব্দটিকে তিনি যে ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করেছেন তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। অ্যারিস্টটল প্লেটোর 'আদিরূপ' বা 'ভাবসত্য'কে বর্জন করেছেন এবং বাহ্যজগৎ ও তার প্রত্যেকটি বস্তুকে বাস্তব ও সত্য বলে মনে করেছেন। তাঁর 'অনুকরণ' শব্দটি 'সত্য-মিথ্যার' সম্বন্ধ নির্ণয় করছে না—প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের পার্থক্য দেখিয়ে দিচ্ছে।

আমরা 'অনুকরণ'-এর যে প্রথম সংকীর্ণ অর্থের কথা বলেছি, তার প্রতিধ্বনি মেলে সিসেরোর একটি বাক্যে যখন তিনি নাটকের সংজ্ঞায় বলেন, —"a copy of life, a mirror of custom, a reflection of truth"— অর্থাৎ নাটক হল জীবনের

Scanned with CamScanner

অবিকল ছবি, রীতি-নীতির দর্পণ এবং সত্যের প্রতিফলন। রোমক তাত্ত্বিকের অনুকরণ-সম্পর্কিত এই সংকীর্ণ অর্থ পরবর্তী কালে বিশেষ করে রেনেশাঁসের আমলে অনেকেরই প্রিয় ছিল—এমনকি উনবিংশ শতকে এমিল জোলার কণ্ঠেও এর প্রতিধ্বনি মেলে যখন তিনি বলেন যে তাঁর চরিত্রগুলো এমনভাবে অঙ্কিত হয় যাতে 'they might not seem to 'play' but rather ti 'live' before the spectators'. (The Theory of Drama, P. 27 গ্রন্থে উদ্ধৃত)

কিন্তু অ্যারিস্টটলই প্রথম Imitation-এর প্রসারিত অর্থের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। সমালোচক-প্রবল নিকল তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—'It would be nonsense to suggest that he imagined flute, music or poetry to be an imitation in the sense of an exact replica, of things found in life.' (The Theory of Drama, P. 27.) তাহলে প্রসারিত অর্থেই Imitation শব্দটির প্রয়োগ করেছিলেন অ্যারিস্টটল। এই Imitationই সৃজনমূলক সাহিত্যকে নীতিমুখ্য সাহিত্য থেকে পৃথক করে ; বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক থেকে কবিকে পৃথক করে। আমাদের একালের পরিভাষায় Imitationকে আমরা Representation বা উপস্থাপনও বলতে পারি। অ্যারিস্টটল শব্দটির যে অর্থ মনে রেখেছিলেন তার ব্যাখ্যা দিয়ে একজন প্রসিদ্ধ একালের তাত্ত্বিক যা বলেছেন, তা খুবই মূল্যবান। "Imitation, for the poetics, is the objective representation of life in literature—what in our language we might call the imaginative reconstruction of life". (The Making of Lit, R. A. Scott James, P. 53.) প্লেটো কবিদের অনুকরণের কথা বললেন এবং সে অনুকরণ যে সত্য থেকে বহু দূরবর্তী বা তাতে সত্যের ভাগ খুবই কম একথা জানালেন, কিন্তু তা যে আসল সত্য থেকে "আরও কিছু বেশি"—এ কথাটি জানাতে পারেননি—কিংবা হোমারের মতো শিল্পীর শিল্প রচনা দেখে বিস্মিত হয়ে বলতে পারেননি, 'And this was a very miracle of his craft'।

অ্যারিস্টটল ব্যাখ্যাত শিল্প বা সাহিত্যের এই অনুকরণধর্মিতা-লক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। দার্শনিক ক্রোচে যাকে mechanical initation বলেছেন, অ্যারিস্টটলের অনুকরণ তা নয়। কোনো কিছুর তাত্ত্বিক চিন্তা বা কোনো কিছুর বিবৃতি এ-অনুকরণ নয়। বস্তু, চরিত্র বা ভাব যেমন হওয়া উচিত—সেই সম্ভাব্য সত্যের এ হল রূপ-কল্পনা। আর তাই এই অনুকরণ বস্তুর আসল স্বরূপটিকে ধরিয়ে দেয়—গভীরতর সত্যের ইঙ্গিত দেয়। 'শিল্প-সৃষ্টি কল্পনাবৃত্তিরই অধীন'—এই যুক্তি নিয়ে এসে অ্যারিস্টটলের অনুকরণতত্ত্বকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ অনুকরণ নূতন নূতন রূপেরই উপস্থাপনা বা 'রূপকল্পনা'। ক্রোচের Intuition-এ রূপ-কল্পনা স্বীকৃত, কাব্য-শিল্পে যাঁরা কল্পনাপন্থী তাঁরাও সৃষ্টিকে রূপকল্পনা বলেন। অ্যারিস্টটলের mimesisও এই রূপকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তাঁর অনুকরণ—আদর্শায়িত (idealized imitation) অনুকরণ। কল্পনা, এবং intution-এর সঙ্গে এই imitation-এর পার্থক্য কিছুই নেই—যদিও অ্যারিস্টটল

Scanned with CamScanner

পরবর্তী কালের এইসব শব্দের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তাঁর এই শব্দটি শুধুমাত্র নৃত্য, মহাকাব্য, নাটক ও চিত্রের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, সঙ্গীত ও গীতিকাব্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য। এগুলিও অনুকরণ। গীতিকাব্যে কবি তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ ভাবের সাধারণ রূপ-কে উপস্থাপিত বা অনুকৃত করেন। গীতিকাব্যে যেমন, সঙ্গীতেও তেমনি আবেগের অনুকরণই লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী-কালে আরো নানা মতবাদের উদ্ভব হ'লেও অনুকরণবাদের সঙ্গে তাদের কোনো বিরোধ নেই। সাহিত্য-শিল্পের বিশেষ লক্ষণ হিসেবে অনুকরণবাদ অত্যন্ত ব্যাপক এবং মূল্যবান।

খ. ইতিহাস ও কাব্য ঃ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব

অ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে কাব্যের সর্বজনীনত্ব এবং ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা নিয়ে অতিশয় সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন। একদিক থেকে বলা যায় যে এখানে তিনি যে আলোচনা করেছেন, তাতে তাঁর গুরু প্লেটোর শিল্প ও কাব্য সম্পর্কে অভিযোগ খণ্ডিত হয়েছে। প্লেটোর মতে শিল্পকলা হল অনুকরণের অনুকরণ এবং প্রকৃত সত্য থেকে কাব্য দুই ধাপ দূরবর্তী। অ্যারিস্টটল এ উক্তিকে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই 'Poetics' গ্রন্থের নানা অধ্যায়ে তিনি Imitation বা অনুকরণ সম্পর্কে যা বলেছেন, তা বস্তুর অবিকল প্রতিরূপ রচনা নয়। যা ঘটা সম্ভব—আবশ্যিকতা ও সম্ভাব্যতার দিক থেকে তারই অনুকরণ করেন তাঁরা। কবিদের অনুকরণ আদর্শায়িত অনুকরণ—এ অনুকরণে সৃষ্টিশীল কল্পনাই যে কাজ করে এরও আভাস আছে তাঁর বক্তব্যে। কবি ও ঐতিহাসিকের কাজের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "It is not the function of the poet to relate what has happened, but what may happen–what is possible according to the laws of probability or necessity. The poet and the historian differ not by writing in prose or in verse. The true difference is that one relates what has happened, the other what may happen". -----বুচার অর্থাৎ যে ঘটনা ঘটে গেছে তা বর্ণনা করা কবির কাজ নয় ; কিন্তু যা ঘটতে পারে—যা সম্ভব—সম্ভাব্যতা বা আবশ্যিকতার দিক থেকে তাই তিনি অনুকরণ করেন। কবি এবং ঐতিহাসিকের পার্থক্য এই নয় যে একজন পদ্যে ও অন্যজন গদ্যে লেখেন। প্রকৃত পার্থক্য হল যে একজন যা ঘটে গেছে তা বর্ণনা করেন, অন্যজন যা ঘটতে পারে তার বর্ণনা দেন। তাই অ্যারিস্টটল কাব্যকে ইতিহাসের চেয়ে অধিকতর দার্শনিকতাময় এবং উচ্চতর সামগ্রী বলে মনে করেন, কারণ কাব্য প্রকাশ করতে চায় 'সামান্য'কে (Universal) এবং ইতিহাস প্রকাশ করে 'বিশেষ'কে (Particular) (For poetry tends to relate the universal, history the particular".—tr, বুচার)

ইতিহাস কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তি, স্থান বা বস্তু সম্পর্কে বিবরণ দেয়। এই বিশেষ ব্যক্তি, স্থান ও বস্তু সম্পর্কে যা ঘটেছে—ইতিহাসে তাইই বিবৃত হয়। এই বিশেষের বাইরে যাবার স্বাধীনতা ঐতিহাসিকের নেই। কোনো একটি দেশের রাজ

Scanned with CamScanner